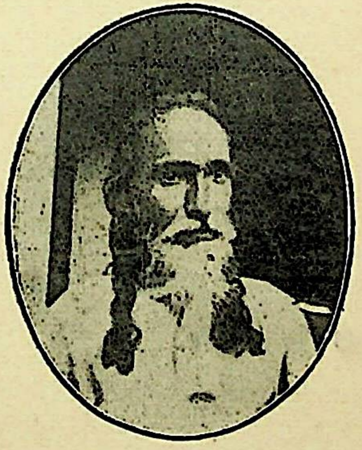
তত্ত্ব-কণিকা

স্বামী শান্তিদানন্দ

তত্ত্ব-কণিকা



স্বামী শান্তিদানন্দ

তত্ত্ব-কণিকা

স্বামী শান্তিদানন্দ

মূল্য ঃ—বার আনা

প্রকাশক :—শ্রীকুমুদরঞ্জন রায়
এস, রায়, এণ্ড কোং
১৭৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

মুদ্রাকর :—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
নবীন প্রেস,
৬নং কলেজ রো, কলিকাতা।

উৎসর্গ

সত্যাসত্য সুনির্ণয়ে সন্দিগ্ধ যাদের মন,
দ্বৈত ধর্ম্ম সাধনায় না পায় শান্তি কখন ;
সঁপিনু তাদের করে এ 'তত্ত্ব-কণিকা' মোর,
প্রকাশিয়া জ্ঞানালোক ঘোচাবে মোহের ঘোর।

ময়মনসিংহ
শ্রাবণ, ১৩৫৬

—শান্তিদানন্দ

Presented to Sreeman Birendra Lall Ghose as token of sincere love affection by Dr. B.B. dey of M/s Calcutta Model works.

B.B.dey.
26/1/55.

'তত্ত্বমসি'—তুমি সেই

যাহা খুঁজ তুমি তাহাই যে তুমি
ভাবিয়াছ কি তা' মনে ?
কোথা খুঁজ হায় অজ্ঞ শিশু প্রায়
দেখি ছায়া দরপণে !
ভুলে কণ্ঠহার অন্বেষণে যার
ছুটিছ উদ্‌ভ্রান্ত সম,
হারাওনি সে যে কণ্ঠেই রয়েছে
কেন হেন মতিভ্রম !
এই শোন ঋষি ঘোষে 'তত্ত্বমসি'
জীব ব্রহ্মে নাহি ভেদ,
ত্যজ দুঃখভয় সর্ব্ব আত্মময়
মিথ্যা মায়া ব্যবচ্ছেদ।

———

তত্ত্ব-কণিকা

—ঃ০ঃ—

পূর্ব্বার্দ্ধ

জীব কি চায় ?

কোথা সুখ, কোথা শান্তি, খুঁজে সদা জীব যত,
সংসারে না পেয়ে সুখ ধর্ম্ম কর্ম্মে হয় রত ;
ভাবে মনে পাবে সুখ পরলোকে—স্বর্গধাম,
অতৃপ্ত সুখের আশা জ্বলে হৃদে অবিরাম।

ত্যাগ কখন?

বুকে লয়ে ভোগস্পৃহা সন্ন্যাসী সাজিতে চাও,
সংসারের বাসা মনে তাহা কি দেখিতে পাও ?
সবিচার ভোগে আগে কর বাসনার ক্ষয়,
পরে হবে সন্ন্যাস বা সর্ব্বত্যাগ—মনোলয়।

বাহ্য সংযমে লাভ কি ?

বাসনা মূষিক যার মনোগর্ত্তে লুক্কায়িত,
বন্ধ করি মুখ তার কিবা হয় ফলোদিত ;
তীক্ষ্ণ দন্ত সে মূষিক কাটে সদা মর্ম্মদেশ,
এরূপ বাহ্য সংযমে নাহি শুদ্ধি—শান্তিলেশ।

ভোগ ও যোগে সমন্বয় হয় কি ?

ভোগ আর যোগ কভু একাধারে নাহি রয়,
অর্থ—পরমার্থ দুই বিপরীত বস্তু হয় ;
সেহেতু সাধনপন্থা, অধিকারী ভিন্ন তার,
নাহি হয় সমন্বয় ঘটে শুধু ব্যভিচার।

ভোগের লক্ষণ কি ?

পতি আর উপপতি যথা এক বস্তু নয়,
ভোগ আর উপভোগ সেইরূপ ভিন্ন হয় ;
বিচার সহিত ভোগ—ভোগ নামে অবিহিত,
স্বল্প ভোগে ভোগাকাঙ্ক্ষা হয় তাতে প্রশমিত।

উপভোগ কি ?

ভোগ, ভোগ্য বিষয়ের না করিয়া সুবিচার,
অন্ধ ভাবে করে ভোগ, উপভোগ নাম তার ;
হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হেন উপভোগে যেবা রত,
নাহি মিটে ভোগ-তৃষ্ণা—বৃদ্ধি পায় অবিরত।

কাম্য লাভ কিসে ?

অতৃপ্ত—প্রকৃতিগত কামনা হৃদয়ে যার,
কাম্যফল লাভ তরে কর্ম্ম আলম্বন তার ;
কাম সত্ত্বে কর্ম্ম ত্যজি ধর্ম্মাদিতে যেবা রত,
পরিণামে যোগ ভোগ দুই হয় ধ্বংসগত।

ধন, বিদ্যাদি কোন পথে ?

কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি কর্ম্ম করি পরিহার,
পূজি লক্ষী ধন ধান্য হয়েছে কবে কাহার ?
ত্যজি বিদ্যালয় সহ শিক্ষাচর্চ্চা অধ্যয়ন,
বাণী পূজি বিদ্যা লাভ করেছে কি কোনজন ?

বাহ্য পূজার ফল কি ?

দুর্গতি নাশিণী দুর্গা পূজি মহা আড়ম্বরে,
অশেষ দুঃখ দুর্গতি কেন হিন্দু ভোগ করে ?
বিভিন্ন স্বাধীন দেশ করিছে কত উন্নতি,
নাহি পূজে কেহ সেথা লক্ষী দুর্গা সরস্বতী।

ধর্ম্মের গ্লানি কি ?

নাম, রূপ, মন্ত্র, পূজা, উৎসবাদি ক্রিয়া কৃত্য,
নিম্ন অধিকারী তরে হয়েছিল প্রচলিত ;
কিন্তু সেই আলম্বনে ধর্ম্ম ব্যবসায়িগণ—
সাধু, গুরু, পুরোহিত করিছে জীবিকার্জ্জন।

উপধর্ম্মের কুফল কি ?

জীবন্ত বেদান্ত ধর্ম্ম হয়ে ক্রমে তিরোহিত,
স্মৃতি তন্ত্র পুরাণের প্রথা এবে প্রচলিত ;
সেই উপধর্ম্ম হতে উদ্ভূত বিভিন্ন দল,
দলে দলে হিংসাদ্বেষ তার বিষময় ফল।

ধর্ম্মবিরোধ কেন?

একের অধর্ম্ম কর্ম্মে অন্যে করে ধর্ম্মজ্ঞান,
গোবধে হিন্দুর পাপ, স্বর্গে যায় মুসলমান;
মানব কল্পিত হেতু ধর্ম্ম কর্ম্ম ভেদময়,
কিন্তু পরমার্থ সত্য একাকারে স্থিত রয়।

ধর্ম্মের সার তত্ত্ব কি?

ধারণ করে যে নীতি ব্যক্তি ও সমাজকায়,
দেহেন্দ্রিয় মনোবল যে সাধনে বৃদ্ধি পায়;
যেই জ্ঞানে হয় লাভ আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব,
তাহাই ধর্ম্মের সার—সুখমোক্ষপ্রদ সত্য।

বল কিসে?

একতা, সহানুভূতি রক্ষিছে সমাজকায়,
ব্যায়াম, স্বাস্থ্য নিয়মে দেহবল রক্ষা পায়;
নৈতিক চরিত্র গুণ, স্মৃতি, ধৃতি, একাগ্রতা,
বৃদ্ধি করে মানবের মানসিক বলবত্তা।

স্বধর্ম্মের তাৎপর্য্য কি?

স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন সংসারে স্বধর্ম্ম বাচ্য,
কর্ত্তব্যে করিয়া হেলা অন্য ধর্ম্ম নহে গ্রাহ্য;
কিন্তু পরমার্থ ক্ষেত্রে স্বধর্ম্ম—স্বরূপ জ্ঞান,
যার ফলে মুক্তিকামী লভে ব্রহ্ম নিরবান

কর্ত্তব্য কি ?

অনন্ত কর্ত্তব্য ভবে কে করিবে সুনির্ণয় ?
দেশ, কাল, পাত্র ভেদে কর্ত্তব্য বিভিন্ন হয় ;
আত্ম-পর সুখ আর শুভকর কার্য্য যাহা,
ব্যাপকতা ক্রমাধিক্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতর তাহা ।

ধার্ম্মিক কে ?

যদি কেহ নাহি মানে দ্বৈত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
না করে নিয়ম নিষ্ঠা সন্ধ্যা পূজা তীর্থ স্নান ;
কিন্তু দয়া,ক্ষমা, সত্য, শম, দম সমন্বিত,
হলে সেই জন, হবে কোন নামে অভিহিত ?

সাধু কে ?

যদি কেহ সাধু বেশে ধর্ম্মাচারে হয়ে রত,
করে জপ তপ ধ্যান যোগ যাগ তীর্থ ব্রত ;
পশু বৃত্তি চিত্তে তার পাও যদি পরিচয়,
বলিবে কি সাধু তারে—শুদ্ধ শান্ত সদাশয় ?

পশু ও মানুষে পার্থক্য কি ?

সুখ দুঃখ কাম ক্রোধ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ভয়,
মানুষে পশুতে সম এতাদৃশ বৃত্তিচয় ;
কিন্তু বিবেকাদি বৃত্তি—সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জ্ঞান,
পশু হতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব করে প্রমাণ ।

কঠোরতার ফল কি ?

কঠোর সংযমে করি ইন্দ্রিয়ের নিপীড়ন,
পশুভাব—কুপ্রবৃত্তি করিতে চাহ দমন ;
হলে হীনতেজ তায় মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয় চিত্ত,
দেবভাব—স্মৃতি ধৃতি কিসে হবে উদ্দীপিত ?

আহারের তাৎপর্য্য কি ?

ইন্দ্রিয় সংযোগে মন বিষয় করে গ্রহণ,
তাহাই মুখ্য আহার, কর তাহা সংশোধন ;
স্থূল খাদ্যাখাদ্য তরে বৃথা দ্বন্দ্ব অহর্নিশ,
আসক্তি আমিষ বাচ্য ত্যাগে সিদ্ধ নিরামিষ।

গতানুগতিক ধর্ম্মাচারে লাভ কি ?

করিলে ত্রিসন্ধ্যা পূজা নাম জপ আজীবন,
নিরামিষ উপবাস প্রার্থনা স্তুতি ক্রন্দন ;
হয়েছে অভীষ্ট সিদ্ধি কিংবা চিত্ত শুদ্ধি তায় ?
পরকালে পাবে স্বর্গ ভাবিছ কি ভরসায় ?

মনের উৎকর্ষ ও লয়ের ফল কি ?

বিচার বা জ্ঞানাভ্যাসে কর মন সংশোধন,
তম রজ হতে ক্রমে সত্ত্ব গুণে আরোহণ ;
মন অনুরূপ হয় পরলোক—পুনর্জ্জন্ম,
আত্ম তত্ত্বে মনোলয়ে শেষ হয় জন্ম কর্ম্ম।

মনের মূল কি ?

দেহ বা মস্তিষ্ক হতে নহে উপজিত মন,
সেহেতু দেহের ধ্বংসে না হয় ধ্বংস কখন ;
চৈতন্যে মনের স্থিতি অনলে দাহিকা প্রায়,
বিষয় ইন্ধন যোগে বিকাশ বা বৃদ্ধি পায়।

জন্মান্তর সত্য কি ?

দেহেন্দ্রিয় যন্ত্র সম করে মন ব্যবহার,
যন্ত্র হতে যন্ত্রী ভিন্ন—নহে কভু একাকার ;
এক দেহযন্ত্র যবে বিকল—অচল হয়,
ভোগ তৃপ্তি তরে মন করে অন্য দেহাশ্রয়।

মনের গতি কিরূপ ?

উৎপত্তি, বিকাশ আর সঙ্কোচ, কারণে লয়,
স্থাবরাদি স্থূল দেহে যেইরূপ দৃষ্ট হয় ;
সূক্ষ্ম দেহ মনেতেও নাহি তার ব্যভিচার,
প্রাকৃতিক ক্রম ক্রিয়া সর্ব্বত্রই একাকার।

মনের পরিণতি কি ?

চৈতন্য আভাস মন জড় যোগে বিকশিত,
বিচিত্র বিভিন্ন জন্মে সে বিকাশ সংসাধিত ;
তদন্তর সঙ্কোচ বা সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়,
সূক্ষ্মত্বের পরিণাম কারণ ব্রহ্মত্বে লয়।

বিকাশ সঙ্কোচের তাৎপর্য্য কি ?

বিকাশ প্রবৃত্তি আর সঙ্কোচ নিবৃত্তিময়,
নিবৃত্তিতে শম দম বিবেক বৈরাগ্যোদয় ;
বহু জন্ম জন্মান্তরে লয়মুখী হয় মন,
চিত্তবৃত্তিরোধ—যোগ লয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ ।

কর্ম্মচক্র কি ?

বাসনা সংস্কার হতে ভাববৃত্তি সমুদিত,
বিচিত্র বৃত্তির বশে কায়মনে কর্ম্মকৃত ;
ফলাফল ভোগে পুন সঞ্চিত হয় সংস্কার,
ঘুরিতেছে কর্ম্মচক্র অবিরাম গতি তার ।

কর্ম্মচক্রের মূল কি ?

কর্ম্মচক্রে বদ্ধ জীব ভোগে সুখদুঃখ ভয়,
নিয়তি রূপিণী মায়া সে চক্রের মূল হয় ;
ব্রহ্ম আখ্য আত্মসত্তা সে মায়ার অধিষ্ঠান,
অবিদ্যায় ঘুরে চক্র, আত্মজ্ঞানে অবসান ।

বিচারের ফল কি ?

বিচার সঞ্জাত জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন তত্ত্ব,
বিশ্বাস জনক তার জগতের ধর্ম্ম যত ;
কি অসত্য কিবা সত্য না করিলে সুবিচার,
সহস্র ধর্ম্ম সাধনে নাহি ঘুচে অন্ধকার ।

উদ্দেশ্য হীন কে?

কোথা সে গন্তব্য লক্ষ্য কিবা সত্য পথ তার,
না করি বিচার যেই চলে পথ অনিবার;
কলুর বলদ হতে কোন্ গুণে বিলক্ষণ,
উদ্দেশ্য জ্ঞান বিহীন সে ধর্ম্ম পথিকগণ!

ব্যর্থ সাধনা কি?

ঘানিতে প্রদানি বালি করে যদি নিস্পেষণ,
হয় কি নির্গত তৈল—সম্ভব সে কদাচন?
অথবা সরিষা পেষি কেহ কভু ঘৃত পায়?
ব্যয়িত জীবন কত হেন ব্যর্থ সাধনায়।

ঈশ্বর কোথায়?

দয়াময় ভগবান রাজাধিরাজের মত,
অজানিত ঊর্দ্ধলোকে বিরাজ করে সতত;
এ ভ্রান্ত ধারণা বশে কর যার স্তুতিগান,
তুমি আমি—সর্ব্বময় সে ঈশ্বর বিদ্যমান।

স্বর্গ নরক কি?

কোথা সেই স্বর্গ—যাহা নিত্য পূর্ণ সুখময়,
করিছ যাহার তরে শক্তি স্বাস্থ্য অর্থ ক্ষয়;
অশান্তি নরক, শান্তি স্বর্গরূপে বিরাজিত,
নহে স্থান বাচ্য তাহা কবিদের প্রকল্পিত।

অন্ধবিশ্বাসে লাভ কি ?

জেগেছিল বাল্যকালে সরল সে ধর্ম্ম ভাব,
ত্যজিয়া সংসার সুখ করিব ঈশ্বর লাভ ;
সকাতরে ডাকিয়াছি—কাঁদিয়াছি কত হায়,
ব্যাকুল সে ডাকা কাঁদা মিলায়েছে ব্যর্থতায়।

বিবেকোদয় কিসে ?

নিষ্ফল সাধনে যবে হতাশায় দগ্ধপ্রাণ,
জাগিল হৃদয়ে তবে নিত্যানিত্য বস্তুজ্ঞান ;
দেখিলাম নহে ঈশ খণ্ড রূপগুণান্বিত,
অখণ্ড স্বরূপ তার সর্ব্বময় বিরাজিত।

ঈশ্বর কি ?

রূপ গুণাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিগত ভগবান,
দ্বৈত বোধে ভক্ত যার করে উপাসনা ধ্যান ;
ভাবময় সে ঈশ্বর মানবের প্রকল্পিত,
বাস্তব ঈশ্বর জীবে আত্মারূপে অধিষ্ঠিত।

ঈশ্বরে দয়াময়ত্ব কোথায় ?

শোক দুঃখ পূর্ণ ভবে কোথা শান্তি ন্যায় সত্য ?
আছে ধ্বংস হাহাকার অন্যায়ের আধিপত্য ;
করে নৃত্য নৃশংসতা হিংসা দ্বেষ মূর্ত্তিমান,
দেখিছে তামাসা কি সে দয়াময় ভগবান !

ধর্ম্মভাবের উচ্চ নীচতা কি ?

নিয়ন্তা ঈশ্বর আর নরক যন্ত্রণা ভয়,
স্বর্গ সুখ প্রলোভনে যেই ধর্ম্ম কৃত হয় ;
ভয় স্বার্থ লোভজাত সেই পুণ্য ধর্ম্মাচার,
হয় কি সাত্ত্বিক বাচ্য ?—তমোগুণ আখ্যা তার।

সংস্কার ভাল—না স্বাধীন বিবেক ?

সংস্কারের বশে যেবা সাধুবৃত্তি পরায়ণ,
স্বাধীন বিবেকে যেই শুভাশুভে নিমগণ ;
অন্ধপ্রায় প্রথমোক্ত জড় যন্ত্রাদির মত,
শেষোক্তের আত্মশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় অবিরত।

অদ্ভুত সিদ্ধি কোথায় ?

অন্ধ বিশ্বাসের বশে করে ধর্ম্ম ক্রিয়া কত,
অলৌকিক ফল আশে কেহ সাধনায় রত ;
অদ্ভুত সিদ্ধ সাধক অব্যর্থ ক্ষমতা তার,
করে কতজন হেন আশ্চর্য্য গল্প প্রচার।

অলৌকিক সম্ভবপর কি ?

নিত্য যাহা দেখে জীব নহে কেহ তৃপ্ত তায়,
মুগ্ধ হয় অলৌকিক কথা কিংবা কল্পনায় ;
কিন্তু বিশ্বে নাহি কিছু অলৌকিক—অপ্রাকৃত,
অলঙ্ঘ্য কার্য্যকারণে জড় জীব নিয়ন্ত্রিত।

অপ্রাকৃত অসম্ভব কেন ?

প্রকৃতি সম্ভূত বিশ্ব, জড়দেহ, বুদ্ধি মন,
তাই অপ্রাকৃত কিছু সম্ভবেনা কদাচন ;
আশ্চর্য্য—অদ্ভুত গুণ কার্য্য যাহা দৃষ্ট হয়,
হলেও অসাধারণ কিন্তু অপ্রাকৃত নয়।

মহাপুরুষ উপাস্য—না আদর্শ ?

মহাত্মা, মুক্তপুরুষ, জ্ঞানী, গুরু, শক্তিমান,
না করি উপাস্য বোধে স্তুতি নতি পূজা ধ্যান ;
আদর্শ জ্ঞানে তাঁদের করিলে অনুসরণ,
হইত কি হীন ম্লান মানব সন্তানগণ ?

জ্ঞানী সাধু সেবার ফল কি ?

ছিল পূর্ব্বে শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসিগণ,
শ্রদ্ধায় তাঁদের সেবা করিত জিজ্ঞাসুজন ;
সে শ্রদ্ধার বিনিময়ে লভি সত্য জ্ঞানামৃত,
হ'ত তৃপ্ত কৃতকৃত্য, মোহতাপ বিরহিত।

ধর্ম্ম ব্যবসায়ীর কার্য্য কি ?

দেখেছি দেশ বিদেশে আছে সাধু শত শত,
সরল বিশ্বাসে হায় হয়েছি বঞ্চিত কত ;
ধর্ম্ম ব্যবসায়ী সেজে সিদ্ধ মুক্ত অবতার,
করে শিষ্য, গড়ে দল, সাধে সুখ স্বার্থ তার।

সাম্প্রদায়িক সাধু কিরূপ ?

সাম্প্রদায়িক সাধু চাহে দলগত স্বার্থ মান,
লোকসেবা ছলে খোঁজে কোথা পাবে বড় দান ;
অতৃপ্ত বাসনা তার দগ্ধ করে মর্ম্মদেশ,
বাহিরে আনন্দ মূর্ত্তি সজ্জিত রঙ্গীন বেশ ।

মহাভণ্ড কে ?

ইন্দ্রিয়ের বশে চলে মুখে বলে ব্রহ্মতত্ত্ব,
ভাব বাক্য ব্যবহার নহে যার একমত ;
মিথ্যাচারে রত সদা মত্ত স্বার্থ প্রতিষ্ঠায়,
জ্ঞান শাস্ত্র মতে সেই মহাভণ্ড এ ধরায় ।

অজ্ঞগুরু শিষ্যের গতি কি ?

না জানি সাঁতার যেই অন্যে করে শিক্ষাদান,
অনভিজ্ঞ উভয়ের জলে ডুবে যায় প্রাণ ;
ভবনদী পারি দিতে অতত্ত্বজ্ঞ গুরুগণ,
শিষ্যসহ মোহ-জলে হইতেছে নিমগন ।

প্রকৃত দীক্ষা কি ?

যেই জ্ঞানে হয় কর্ম্ম বাসনার অবসান,
পাপ তাপ ভয় হতে পায় মন পরিত্রাণ ;
সেই তত্ত্বজ্ঞান দান শাস্ত্রে দীক্ষা বাচ্য হয়,
তন্ত্র মন্ত্র গৌণ ক্রিয়া পরমার্থে দীক্ষা নয় ।

২

লক্ষ্যভ্রষ্ট কে ?

আত্মতত্ত্ব চিন্তা ধ্যানে অসমর্থ যেই জন,
করে সেই শব্দ জ্যোতি প্রতিকাদি আলম্বন ;
কিন্তু আলম্বনে করি উদ্দেশ্য—উপাস্য জ্ঞান,
ভ্রমিছে সাধন পথে নাহি স্থির লক্ষ্যস্থান।

দ্বৈত আশ্রয় ত্যাজ্য কেন ?

সন্তরণ শিক্ষা তরে উৎসাহী বালকগণ,
আশ্রয়াদি ত্যজি করে হস্তপদ সঞ্চালন ;
মুক্তাবস্থা লাভ হেতু বিবেকী সাধক যত,
নামরূপ দ্বৈত ভাব করে ত্যাগ সেই মত।

ইষ্ট লাভ কিসে ?

বিদ্যালয়ে যেই ছাত্র পরিহরি অধ্যয়ন,
লোভী শিক্ষকের সদা সেবা কার্য্যে নিমগন,
লভে কি সে বিদ্যা কভু ?—সেইরূপ শিষ্য যত,
ত্যজি তত্ত্বজ্ঞান শুধু গুরু সেবা পূজা রত।

ধর্ম্মভাবে সঙ্কীর্ণতা কেন ?

শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদি ভিন্ন সম্প্রদায় যত,
আচারে আহারে ধর্ম্মে করে বৃথা দ্বন্দ্ব কত ;
যেই ধর্ম্মাচারে শ্রদ্ধা যে আহারে রুচি যার,
কি আছে বাধা নিষেধ সেই আচরণে তার ?

একতার পরিপন্থী কি ?

বিভিন্ন বহু উপাস্য মতবাদ পন্থা পন্থী,
হয় জাতি ধর্ম্মগত একতার পরিপন্থী ;
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হিন্দু শাস্ত্র ধর্ম্মসার,
মিথ্যা জাতি ধর্ম্মগত বিরুদ্ধতা—ভেদাচার।

গৃহীর দুঃখ বৃদ্ধি কিসে ?

সংসারের ভারে গৃহী ভুগিছে দারুণ ব্যথা,
তদুপরি দেয় দুঃখ দুরন্ত সমাজ প্রথা ;
করে পুন সন্তাপিত সহস্র শাস্ত্র বন্ধন,
নরকের মহাভয়, স্বরগের প্রলোভন।

ভয় বন্ধনের নিবৃত্তি কিসে ?

দেহাত্মক খণ্ডজ্ঞানে মৃত্যুভয় সমুদিত,
অখণ্ড—অদ্বৈত বোধে হয় ভয় তিরোহিত ;
আমিত্ব মমত্বরূপ মিথ্যা জ্ঞানে বদ্ধ জীব,
হলে ভ্রান্তি বিদূরিত শুদ্ধ মুক্ত সদাশিব।

ভুলের প্রভাব কিরূপ ?

আজ যাহা করি ভাল, কাল মনে হয় ভুল,
ভুলে ভুলে দিন গেল না ঘুচিল তার মূল ;
দুঃখ হেরি সুখ ভুলে মিথ্যা করি সত্য জ্ঞান,
অনাত্মায় আত্মভুলে আছি ভবে মুহ্যমান।

ভুল বিমুক্তি কিসে ?

অপূর্ণ জীবের ভুল নাহি হয় অবসান,
ভুলের দংশনে ক্রমে উপজে বিবেকজ্ঞান ;
অবিদ্যা ভুলের মূল জীবভাবে প্রকটিত,
জীবত্বের সহ হয় অত্মতত্ত্বে অস্তমিত।

উপকারী কে ?

স্তাবকের স্তুতিগানে মোহমগ্ন হয় মন,
নিন্দাকারী কটু বাক্যে করে সদা সচেতন ;
সুখ নহে মিত্র সে যে রুদ্ধ রাখে শ্রেয়োদ্বার,
নহে দুঃখ শত্রু, সেই শিক্ষাদাতা সবাকার।

কোন গুণ শ্রেষ্ঠতম ?

গুণ মধ্যে মানবের সহ্য গুণ শ্রেষ্ঠতম,
বিপদে সন্তাপে শোকে নাহি বল যার সম ;
"যে সহে সে রহে স্থিত, না সহে যে নাশ হয়,"
লোক প্রচলিত এই প্রবচন মিথ্যা নয়।

প্রকৃত বিনয় কি ?

শক্তিশালী সুপণ্ডিত কিন্তু নাহি অহংকার,
দীনতা প্রকাশে ঘোষে বিনয় নম্রতা তার ;
মূর্খ মূঢ় বলে যদি নাহি মোর শিক্ষা জ্ঞান,
এহেন দীনতা কভু লভে কি বিনয় স্থান ?

ক্ষমার অধিকারী কে ?

সে পারে করিতে ক্ষমা ক্ষমতা যার হাতে রয়,
অক্ষমের শূন্য হাত ক্ষমাদানে যোগ্য নয় ;
দুর্ব্বৃত্ত দমনে ভীত অসমর্থ যেই জন,
বাহ্য বিমুখতা তার নহে ক্ষমা কদাচন।

মনোবৃত্তির ভাল মন্দ কি ?

ঘৃণা প্রেম, ক্রোধ ক্ষমা, হিংসা অহিংসাদি যত,
করে কণ্টকিত সদা জটিল জীবন পথ ;
উদ্দেশ্য, অবস্থা আর ব্যবহার অনুরূপ,
উগ্র মৃদু মনোবৃত্তি ধরে ভাল মন্দ রূপ।

হিংসার তাৎপর্য্য কি ?

দুর্ব্বলে পীড়ন, শান্ত শিষ্টজনে অত্যাচার,
হিংসা বাচ্য দুর্ব্বৃত্তের ধ্বংসাত্মক ব্যবহার ;
এরূপ দুষ্কার্য্যে রত দুষ্ট দমনের তরে,
কৃত যেই হিংসা তাহা ন্যায় ধর্ম্ম নাম ধরে।

হিংসা ও অহিংসা কিভাবে স্থিত ?

জীব হতে জন্মে জীব, জীবে জীব রক্ষা করে,
বধিছে—ভক্ষিছে পুন জীবন ধারণ তরে ;
অহিংসার পাশে হিংসা চির প্রতিষ্ঠিত রয়,
প্রাকৃতিক বিধি এই সৃজন পালন লয়।

হিংসার নিবৃত্তি কখন ?

চিত্তবৃত্তি রোধে যবে উপজে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান,
নাহি রয় হিংসা ভাব—হত হন্তা অভিমান ;
দেখে আত্মা দ্রষ্টা মাত্র শুদ্ধ শান্ত নির্ব্বিষয়,
প্রকৃতি করিছে কর্ম্ম শুভাশুভ সমুদয় ।

বিফলতার মূল কি ?

প্রত্যক্ষ—বাস্তব তত্ত্ব রেখে তায় পদতল,
লম্ফ দিয়ে পায় কেহ আকাশ-বৃক্ষের ফল ?
কল্পনা রূপক বাক্য-কাননে করি ভ্রমণ,
কে কোথা পেয়েছে কবে বন্ধ্যাপুত্র দরশন !

———

তত্ত্ব-কণিকা

পরার্দ্ধ

আত্মলাভে অধিকারী কে ?

অনিত্য বিষয়ে হেরি দোষ দুঃখ অবিরত,
বিবেক বৈরাগ্যোদয়ে চিত্ত যার সুসংযত ;
সত্য, শান্তি—মুক্তি তরে অনুরক্ত অনুক্ষণ,
নিত্য বস্তু আত্মলাভে অধিকারী সেইজন।

আত্মজ্ঞানে বর্ণভেদ আছে কি ?

আত্মলাভে মানবের স্বতঃ সিদ্ধ অধিকার,
স্ত্রী-পুরুষ জাতিবর্ণ ভেদ বাধা নাহি তার ;
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ম্লেচ্ছ মুসল্‌মান,
যেই যোগ্য অধিকারী সেই লভে আত্মজ্ঞান

মুক্তি কি ও কিসে ?

অবিচ্ছিন্ন শান্তি লাভ—দুঃখের সম্যক লয়,
মুক্তি, মোক্ষ, কৈবল্যাদি নামে অবিহিত হয় ;
অনাত্ম আত্ম বিচারে অনাত্ম্ করি বর্জ্জন,
আত্মস্থিতি বিনা মুক্তি সম্ভবেনা কদাচন।

বন্ধনের হেতু কি ?

বিষয় সংসার কভু বন্ধনের হেতু নয়,
বাসনার বশে জীব নিজ দোষে বদ্ধ হয় ;
জ্ঞানোদয়ে হয় যার বাসনা আসক্তি নাশ,
সংসারে বিমুক্ত সেই—ছিন্ন হয় মোহপাশ।

বাসনার হেতু কি ?

দুশ্চেছদ্য বাসনা পাশে বদ্ধ সদা জীবগণ,
জন্ম জন্মান্তরে ভোগে দুঃখ তাপ সে কারণ ;
অনাত্মায় আত্ম বোধ বাসনার হেতু হয়,
বাসনা বন্ধন তাপ তত্ত্বজ্ঞানে হয় লয়।

আত্ম-জিজ্ঞাসা কখন জাগে ?

পরমার্থ পথে যবে দ্বৈতভাব ব্যর্থ হয়,
উপজে আত্ম-জিজ্ঞাসা—আত্মদৃষ্টি সে সময় ;
আমার স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে আমি অক্ষম,
কিরূপে জানিব বিশ্ব কারণ বা সৃষ্টিক্রম !

তত্ত্ব বিচার কি ?

কেবা আমি, কেন হয় সুখ দুঃখাদির জ্ঞান,
কি হেতু এ জড় দেহে করি আত্ম অভিমান ;
কিবা এ বিচিত্র বিশ্ব কি হয় কারণ তার,
কর সেই সত্যাসত্য স্বরূপ তত্ত্ববিচার।

নিষ্কাম কর্ম্ম হয় কি ?

কর্ত্তার ইচ্ছা বিহনে নহে কর্ম্ম সম্ভাবিত,
ইচ্ছা সে কামনা বাচ্য, তাহে কর্ম্ম হয় কৃত ;
সে হেতু কর্ম্ম সকাম—জীবত্ব কামনাময়,
'নিষ্কাম' এ বাক্য মাত্র ব্যবহারে বলা হয়।

সমুদয় বিষয়ের মূল কি ?

সংসার সম্পদ ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন,
ঈশ্বর দেবতা ধর্ম্ম স্বর্গাদি সাধ্য সাধন ;
সকলের মূলে সদা 'আত্মসুখ বিরাজিত,
পরার্থে—স্বার্থ ত্যাগেও আত্মতৃপ্তি লুক্কায়িত।

জীবের কাম্য কি ?

ব্যস্ত জীব আত্মরক্ষা আত্মসুখ শান্তি তরে,
আপনার ধ্বংস—দুঃখ কেহ কি কামনা করে ?
কিন্তু কেবা জানে বল কিবা সুখ, কোথা স্থিত,
কি হেতু উপজে দুঃখ, কিসে হয় অন্তর্হিত ?

জগতে সুখ বেশী—না দুঃখ ?

মনের অবস্থা ভেদে বিচিত্র বিশ্ব সংসার,
কেহ দেখে সুখময় কেহ বা দুঃখ আগার ;
সুখ দেখে মোহগ্রস্ত, দুঃখ মুমুক্ষু যে জন,
নাহি দেখে সুখ দুঃখ প্রমুক্ত আত্মজ্ঞগণ

সুখ দুঃখের সত্তা কি ?

একের যাহাতে সুখ অন্যে দুঃখ মনে করে,
আজিকার সুখ কল্য দুঃখের আকার ধরে ;
সুখ দুঃখ আপেক্ষিক—সত্তা তার মনোময়,
বিষয়ের যোগাযোগে মনে সমুদিত হয়।

সুখ দুঃখ কোথায় ?

পৃথিবীতে দিবা-রাত্র জীবের গোচর হয়,
স্বপ্রকাশ সূর্য্যে কভু দিবা-রাত্র নাহি রয় ;
জীবজ্ঞানে—মনোরাজ্যে সুখ-দুঃখ বিরাজিত,
সূর্য্যবৎ দ্রষ্টা আত্মা দ্বৈত দ্বন্দ্ব বিবর্জ্জিত।

সুখ দুঃখের লয় কোথায় ?

স্বপ্ন জাগরণে মনে সুখ দুঃখ দৃষ্ট হয়,
সুষুপ্তিতে মনোলয়ে অহরহ হয় লয় ;
সুষুপ্তির সাক্ষী আত্মা শুদ্ধ শান্ত নির্ব্বিকার,
নিত্য তৃপ্ত পূর্ণ তাই আনন্দ স্বরূপ তার।

শান্তি কিসে ?

উন্নতি—সুখের বৃদ্ধি যে জন সাধিতে যায়,
অভাব অতৃপ্তি দুঃখ সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ;
সেই হেতু শান্তি লাভে থাকে যদি আকিঞ্চন,
সুখ সমৃদ্ধির আশা কর তবে বিসর্জ্জন।

আত্মপ্রীতি কি ?

আত্মসুখ হেতু হয় অনাত্মে প্রীতি সঞ্চার,
অহেতুক আত্মপ্রীতি সর্ব্বজীবে একাকার ;
সে পরম প্রীতি হতে অনুভবে সিদ্ধ হয়,
স্বপ্রকাশ আত্মসত্তা স্বরূপে আনন্দময়।

আত্মসত্তা অস্বীকার করা যায় কি ?

অন্ধ যদি বলে আমি না মানি সূর্য্য কখন,
সে কথায় করে হাস্য চক্ষুষ্মান যেই জন ;
স্বতঃসিদ্ধ আত্মসত্তা করে যারা অস্বীকার,
সেইরূপ হাস্যকর তাহাদের ব্যবহার।

সত্য কি ?

করিয়াছি কত মতে সত্যের অনুসন্ধান,
হৃদয়ে দৃঢ় নিহিত ছিল দ্বৈত ভ্রান্ত জ্ঞান ;
অনন্য মননে যবে হ'ল তত্ত্বজ্ঞানোদয়,
দেখিলাম আত্মা সত্য—বিশ্ব মিথ্যা মায়াময়।

সত্য কোথায় ?

নহে সত্য মেঘাবৃত আকাশের অন্তরালে,
নগরে প্রাসাদে বনে গিরিগহ্বরে পাতালে ;
নহে সত্য বদ্ধ শাস্ত্রে, তীর্থে বা মন্দিরে মঠে,
'আমি আছি' বোধে আত্মা ধ্রুব সত্য ঘটে ঘটে।

আমি কি বস্তু ?

সবে বলে 'আমি আছি' কেহ আমি শূন্য নয়,
'আমি নাই' হেন কথা বাতুলের তুল্য হয় ;
নহে প্রমাণ সাপেক্ষ —নাহি দ্বিধা দ্বন্দ্বলেশ,
সর্ব্বজীবে স্বতঃস্থিত আমি সত্তা নির্ব্বিশেষ।

আমি নিত্য কি অনিত্য ?

জাগরণে যেই আমি করি বিষয় গ্রহণ,
সেই আমি স্বপ্নকালে কল্পনায় নিমগন ;
সুষুপ্তির সাক্ষীরূপে সেই আমি বিরাজিত,
সর্ব্বকালে সমস্থিতি, তাই আমি সত্য—নিত্য।

অনিত্যের লক্ষণ কি ?

স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কভু জাগরণে নাহি রয়,
সুষুপ্তি ও জাগরণ স্বপ্নকালে লুপ্ত হয় ;
স্বপ্ন জাগরণ পুন সুষুপ্তিতে অন্তর্হিত,
আসে যায় ত্রি অবস্থা নহে নিত্য কদাচিত।

আত্মা গ্রাহ্য কিসে ?

আত্মা বা চৈতন্যসত্তা—ব্রহ্ম যার নামান্তর,
'আমি' জ্ঞানে গ্রাহ্য তাহা দ্বৈতজ্ঞানে অগোচর ;
'এই' 'সেই' 'তুমি' 'তিনি' জ্ঞানে যাহা লক্ষ্য হয়,
দৃশ্য—জ্ঞেয়—জড় তাহা আত্মা কিংবা ব্রহ্ম নয়।

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান কি?

উপদেশ তরে দ্বৈত বাক্য ব্যবহৃত হয়,
কিন্তু 'আমি' জ্ঞান ভিন্ন সত্তা অনুভব্য নয়;
'আছে ব্রহ্ম' এই জ্ঞান পরোক্ষ এ নামান্বিত,
'আমি ব্রহ্ম' জ্ঞান শাস্ত্রে অপরোক্ষ অভিহিত।

আত্মার উপাধি ভেদ কি?

প্রতি দেহে আমি জ্ঞানে যেই আত্মা প্রতিষ্ঠিত,
বিশ্ব আত্মবোধে তাহা ঈশ্বর এ নামান্বিত;
উপাধি বিহীন শান্ত বিশুদ্ধ স্বরূপ তার,
ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছে শাস্ত্রকার।

মূল জড়—না চৈতন্য?

চৈতন্য বিহনে জড় নাহি হয় প্রকাশিত,
জড়ের অভাবে কিন্তু সে চৈতন্য রহে স্থিত;
সেহেতু চৈতন্য কভু জড় হতে জাত নয়,
চৈতন্য জড়ের মূল অনুভবে সিদ্ধ হয়।

নিরপেক্ষ সত্তা কি?

ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ বিশ্ব করি যাহা দরশন,
মনের সাপেক্ষ পুন নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ;
আত্মার সাপেক্ষ মন—আত্মা সর্ব্বমূলাধার,
প্রমাণাদি নিরপেক্ষ স্বঃতসিদ্ধ সত্তা তার।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি ভিন্ন কি ?

বিশ্ব হেরি অনুমিত সৃষ্টি কর্ত্তা ভগবান,
সেহেতু বিশ্ব সাপেক্ষ স্রষ্টার অস্তিত্বজ্ঞান ;
কিন্তু সৃষ্টি হতে স্রষ্টা নহে ভিন্ন কদাচিৎ,
বিশ্ব স্রষ্টা স্বমায়ায় বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত।

অদ্বিতীয় কারণ কি ?

নিমিত্ত ও উপাদান কারণ দুই প্রকার,
ঘট উপাদান মাটি নিমিত্ত সে কুম্ভকার ;
উভয় কারণ যথা এক মন স্বপনের,
উভয় কারণ তথা এক ব্রহ্ম জগতের।

সৃষ্টির পরমার্থতঃ সত্য কি ?

স্বপ্নের কারণ মন, স্বপ্ন তাই মনোময়,
বিশ্বের কারণ ব্রহ্ম, বিশ্ব তাই ব্রহ্মময় ;
মনের কল্পনা স্বপ্ন, জাগরণে মিথ্যা হয়,
ব্রহ্মের কল্পনা সৃষ্টি, তত্ত্বজ্ঞানে সত্য নয়।

ইচ্ছাবাদ সত্য কি ?

'ঈশ্বরের ইচ্ছা সব' বলে সদা ভক্তগণ,
অভাবজ ইচ্ছাগ্রস্ত অতৃপ্ত—অপূর্ণজন ;
নিত্য তৃপ্ত পূর্ণ ঈশে কি অভাবে ইচ্ছা হয় ?
স্বভাবে সংঘটে সব ইচ্ছা যুক্তিযুক্ত নয়।

স্বভাব কি ?

স্বভাব ব্রহ্মপ্রকৃতি, মায়াশক্তি নামান্বিত,
অজ্ঞ প্রবোধার্থ তায় 'ইচ্ছা' শব্দ আরোপিত ;
রূপক, গৌণ প্রয়োগ আছে শাস্ত্রে অগণন,
না বুঝিয়া মর্ম্মতার বিভ্রান্ত মানব মন।

ব্রহ্মে সৃষ্টি কল্পনা কেন ?

মনের স্বপ্ন কল্পনা নহে যথা ইচ্ছাধীন,
ব্রহ্মের সৃষ্টি কল্পনা সেরূপ স্বভাবাধীন ;
কল্পনার যোগে ব্রহ্ম না হয় বিকারশীল,
হয় কি মলিন কভু তারল্য যোগে সলিল ?

কারণসত্তা ব্রহ্মবাচ্য কেন ?

অব্যক্ত—অজ্ঞেয় তাহা, যাহা এ বিশ্ব কারণ,
অনন্ত—বৃহৎ অর্থে ব্রহ্ম বলে জ্ঞানিগণ ;
অচিন্ত্য শকতি তার মায়া নামে অভিহিত,
সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্রহ্মে মায়া বশে প্রকল্পিত।

ব্রহ্ম ও শক্তি ভিন্ন কি ?

ব্রহ্ম হতে নহে ভিন্ন শক্তি বা প্রকৃতি তার,
সলিলে তারল্য সম স্বরূপতঃ একাকার ;
নামে মাত্র ভেদ জলে তরঙ্গ বুদ্বুদ্ যত,
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সৃষ্টিলীলা সেইমত।

জীব 'আমি ব্রহ্ম' বলিতে পারে কি ?

বলে যদি 'আমি জল' তরঙ্গ বুদ্বুদাদি,
সত্য তত্ত্ব করি ব্যক্ত হবে কি সে অপরাধী ?
এরূপ বিচারে জীব বলে যদি 'আমি ব্রহ্ম,'
প্রকাশিবে ধ্রুব সত্য বেদ শাস্ত্র সারমর্ম্ম।

জীব-ব্রহ্মে সংযোগ সত্য কি ?

ঘটাকাশ মহাকাশ নহে যথা ভিন্নাকার,
জীব-ব্রহ্ম এক বস্তু কি হবে সংযোগ তার ?
উপাধির ভেদমাত্র নামরূপ—মায়াময়,
পরমার্থে এক সত্তা বহুরূপে ব্যক্ত হয়।

আত্মসমর্পণ, দর্শনাদি সত্য কি ?

অখণ্ড সে আত্মসত্তা কে কোথা করে অর্পণ,
দ্রষ্টারূপে স্থিত আত্মা কে করিবে দরশন ?
সমর্পণ, দর্শনাদি বিকল্প কল্পনা যত,
হলে দূর, মনোলয়ে লাভ হয় আত্মতত্ত্ব।

আত্মস্থিতি কিসে ?

অভ্যাস বৈরাগ্য বলে চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হয়,
সে সময়ে দ্রষ্টা আত্মা স্বরূপেতে স্থিত রয় ;
অভ্যাস সে স্থিতি চেষ্টা—বেদান্তে নিদিধ্যাসন,
নাহি অন্য পথ আর মুমুক্ষুর আলম্বন।

প্রকৃত আত্মঘাতী কে?

জাগ্রত দেবতা আত্মা করি তারে অসম্মান,
প্রকল্পিত জড় দেবে করে যেই পূজা ধ্যান ;
তৃণাদপি নীচ হেয় আত্মাকে যে ভাবে মনে,
বলে জ্ঞানী মহামূঢ় আত্মঘাতী সেইজনে।

জীবে বিভিন্নতা কেন?

এক আত্মা সর্ব্বজীবে, কিন্তু ভিন্ন দেহ মন,
মনোবৃত্তি ভেদে হয় বিচিত্রতা সংঘটন ;
কেহ সুখী কেহ দুঃখী পাপী তাপী নীচাশয়,
কেহ সচ্চরিত্র সাধু, ব্যবহারে দৃষ্ট হয়।

শুভাশুভ গতির হেতু কি?

বাসনা সংস্কার কিংবা ভাল মন্দ বৃত্তি যত,
সলিলে তরঙ্গ সম সকলি সে মনোগত ;
উচ্চ নীচ বৃত্তি ভেদে মন যার যে প্রকার,
মতি অনুসারে ঘটে জন্ম কর্ম্ম গতি তার।

বৈচিত্র্যের কারণ কি?

ত্রিগুণা প্রকৃতি—মায়া, মন ব্যষ্টি—অংশ তার,
তাই সত্ত্ব রজ তম মনও ত্রিগুণাকার ;
গুণের বৈষম্যে ঘটে মাত্রা ভেদ বিপর্য্যয়,
সেই হেতু জীব জড় জগৎ বৈচিত্র্যময়।

জগতে শান্তি কোথায় ?

বৈচিত্র্য বৈষম্য ভেদ বিশ্বের স্বরূপ হয়,
অনাদি স্বার্থ-সংগ্রাম ব্যাপ্ত জীব-জগন্ময় ;
কোথা সাম্য, কোথা মৈত্রী ?—তথাপি মানব মন,
দ্বন্দ্বাত্মক রাজ্যে শান্তি করে ব্যর্থ আকিঞ্চন।

পরমার্থ শান্তি কিসে ?

বিচিত্র বিশ্বের যাহা কারণ বা অধিষ্ঠান,
তাহা সাম্য শুদ্ধ শান্ত দ্বন্দ্বাতীত শান্তিস্থান ;
সাধনায় যার চিত্ত সে সত্তায় স্থিত হয়,
লভে পরমার্থ শান্তি—বিশ্ব হেরে আত্মময়।

নির্ভরতার তাৎপর্য্য কি ?

শত চিন্তা ভয়গ্রস্ত অপূর্ণ চঞ্চল মন,
নির্ভরতা বিনা শান্তি নাহি পায় কদাচন ;
করিয়া দৃঢ় নির্ভর প্রারব্ধ বা নিয়তিতে,
বিপদে সম্পদে সদা রহিবে প্রশান্ত চিতে।

নিয়তির ব্যতিক্রম হয় কি ?

প্রাণান্তক রোগে যবে আক্রান্ত সন্তানগণ,
মানস—(মানত) করে মাতাপিতা পরিজন ;
ছাগ মহিষের স্থলে করে যদি হাতী দান,
অব্যর্থ 'নিয়তি' হতে কে পারে করিতে ত্রাণ ?

নিয়তির স্বরূপ কি ?

যে কার্য্য-কারণ ক্রমে হয় বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত,
সেই প্রাকৃতিক শক্তি 'নিয়তি' এ নামান্বিত ;
প্রারব্ধ, পুরুষকার নিয়তির রূপান্তর,
এক শক্তি ভিন্নভাবে করে ক্রিয়া নিরন্তর।

প্রারব্ধ কি ?

জন্ম স্থিতি ভোগ হেতু আরব্ধ পূর্ব্ব সংস্কার,
তাহাই 'প্রারব্ধ',—শাস্ত্রে অদৃষ্টাদি আখ্যা তার ;
জীবের ইচ্ছা চেষ্টাদি সে শক্তির অন্তর্গত,
চেষ্টা হতে কৃত হয় নিত্য নব কর্ম্ম যত।

ব্যষ্টি সমষ্টি তত্ত্ব কি ?

ব্যষ্টি বা ব্যক্তিতে যাহা 'প্রারব্ধ'-রূপেতে স্থিত,
সমষ্টি হিসাবে তাহা 'নিয়তি' এ নামান্বিত ;
ব্যষ্টি জীবে যাহা মন, সমষ্টি ঈশ্বরে মায়া,
উভয় অতীত ব্রহ্ম—মায়া যার মিথ্যা ছায়া।

অসীমকে জানা যায় কি ?

সীমাবদ্ধ মন বুদ্ধি সসীম ইন্দ্রিয়গণ,
অসীম বিশ্ব-রহস্য কে করিবে নিরূপণ ;
সে তত্ত্ব জানিতে শাস্ত্র দর্শন বিজ্ঞান যত,
করিয়াছে—করিতেছে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত কত।

সম্যক জ্ঞান কিসে?

এক বিন্দু মাটি জল জানে যে আপন কাছে,
জানা হয় বিশ্বময় মাটি জল যত আছে ;
আত্মাকে জানিলে সর্ব্ব জানা হয় আত্মময়,
একাত্ম বিজ্ঞানে ঘোচে সমূলে ভ্রম সংশয়।

ত্রিতাপ নিবৃত্তি কিসে?

প্রাকাণ্ড পৃথিবী আর সূর্য্যে করি আচ্ছাদন,
কে পারে কণ্টক—তাপ করিতে অপসারণ ;
পাদুকা ও ছত্র যোগে সে কার্য্য সাধিত হয়,
আত্মজ্ঞান যোগে তথা কর ত্রিতাপের লয়।

ত্রিতাপ কি?

ভৌতিক দৈবিক আর আধ্যাত্মিক তাপত্রয়,
তাহাই ভৌতিক যাহা অন্য জীব হতে হয় ;
প্রাকৃতিক তাপ যত আখ্যাত আধিদৈবিক,
দ্বিবিধ অধ্যাত্ম তাপ—শারীরিক, মানসিক।

মূলে এক না বহু?

নিত্য বস্তু ভেদাতীত—বিভক্ত বা খণ্ড নয়,
অনন্ত অখণ্ড সত্তা এক অদ্বিতীয় হয় ;
দ্বৈত বা বহুত্ব ভেদ ব্যবহারে দেখা যায়,
কিন্তু মূলে এক সত্তা স্থিত স্বীয় মহিমায়।

মুমুক্ষুর ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য কি ?

ত্যজ বাহ্য অনুষ্ঠান—দ্বৈত ধর্ম্ম কর্ম্ম যত,
অদ্বৈত ব্রাহ্মাত্ম ধ্যানে হে মুমুক্ষু হও রত ;
কেন লুব্ধ বিভূতি বা ঋদ্ধি সিদ্ধি সাধনায়,
কিবা প্রয়োজন তব স্তুতি নতি প্রার্থণায় ?

বীর্য্য ধারণ কেন ?

বীর্য্যরক্ষা—ব্রহ্মচর্য্য—ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ত্যাগ,
জীবের আশ্রয় বীর্য্য শরীরের সার ভাগ ;
ধারণের গুণে তায় বৃদ্ধি পায় স্বাস্থ্য বল,
মস্তিষ্কের ধৃতি শক্তি—ব্রহ্মচিন্তা যার ফল।

আত্মজ্ঞান সাধনা কি ?

স্থির সুখাসনে বসি করি মন প্রত্যাহৃত,
'আমি আছি' আত্মবোধে দৃঢ়ভাবে রাখ স্থিত,
দৃশ্য যোগে জাগে মনে, বিক্ষেপ বা বৃত্তিচয়,
তন্ন তন্ন বিচারেতে সর্ব্ব দৃশ্য কর লয়।

মনোবৃত্তি রোধের উপায় কি ?

থাক সচেতন সদা জাগ্রত প্রহরী প্রায়,
দেখ মন—মনোবৃত্তি কি কারণে কোথা যায় ;
দৃষ্টিমাত্র দুষ্ট বৃত্তি হবে সঙ্কোচিত লয়,
'সোহং' মন্ত্রে কর চিন্তা আমি আত্মা চিন্ময়।

ব্রহ্মাত্মক অনুভূতি কিসে?

দৃশ্য লয়ে বৃত্তি সহ কাল, আকাশাদি যত,
ক্রমাভ্যাসে দ্রষ্টৃত্বও হয় যবে লয় গত ;
এক শুদ্ধ আমি কিংবা আত্মসত্তা স্থিত রয়,
বলে বেদ—'তত্ত্বমসি'—আত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন নয়।

সমাধির লক্ষণ কি?

অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মভাবে সমাহিত হলে মন,
স্বপ্রকাশ চিদানন্দ স্বরূপে রহে মগন ;
সে বোধের গাঢ়তায় মন নির্ব্বাপিত হয়,
বোধাতীত সে অবস্থা ভাষায় বক্তব্য নয়।

বিরাট অবস্থা কি?

সমাধির ভঙ্গে ক্রমে জাগে যবে বিশ্বজ্ঞান,
উপজে বিশ্বাত্ম বোধ নাহি রয় দ্বৈত ভান ;
বিরাট অবস্থা ইহা সগুণ ঈশ্বর খ্যাত,
তদন্তর দেহ বোধ—জীবাবস্থা হয় জাত।

মোক্ষের শ্রেষ্ঠতম সাধন কি?

বাসনার ক্ষয় আর চিত্তরোধ, তত্ত্বজ্ঞান,
এ তিন সাধনে হয় ত্রিপাপের অবসান ;
বেদান্ত, সাংখ্য, যোগাদি করে তাহা সমর্থন,
পরমার্থ—মোক্ষ পথে শ্রেষ্ঠতম এ সাধন।

মুক্তিতে ভেদ আছে কি ?

দুঃখের নিবৃত্তি তরে করি মন সমাহিত,
হয়েছিল বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ পদে সংস্থিত ;
বুদ্ধের নির্ব্বাণ কিংবা নির্ব্বিকল্প বেদান্তের,
যোগের অসম্প্রজ্ঞাত—সমস্থিতি বিমুক্তের।

সার কথা কি ?

না ত্যজিয়া সুখ আশা দুঃখ নাশে বৃথা যত্ন,
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বাতীত শান্তিময় আত্মরত্ন ;
সুখ যদি কাম্য তবে ন্যায্য কর্ম্মে হও রত,
চাহ যদি শান্তি, সাধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানব্রত।

মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা কিসে ?

হও স্বাবলম্বী সদা ব্যবহারে—আধ্যাত্মিকে,
ক্ষুণ্ণ করি আত্মবল ভুলিও না অলৌকিকে ;
গড়িয়া দ্বৈত উপাস্য—দেব-নর-অবতার,
বিবেক—ব্যক্তিত্বে বলি দিও না চরণে তার।

তত্ত্ব-কণিকা

উপসংহার

(আত্মসংস্থিতি)

(১)

নহি আমি দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মন অহংকার,
নহি সুখ দুঃখ বোধ বাসনা বুদ্ধি বিকার;
নহি জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি—অবস্থাত্রয়,
সর্ব্বদ্রষ্টা—আত্মা আমি সত্য চিদানন্দময়।

(২)

নাহি মম গৃহাশ্রম নাহি জাতি বর্ণ ভেদ,
নাহি শিষ্য সম্প্রদায় শত্রু মিত্র ব্যবচ্ছেদ;
নাহি উচ্চ নীচ পর—আত্মময় এ জগৎ,
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম, ব্রহ্ম তত্ত্বে সদারত।

(৩)

নহে মম পূজ্য কেহ নহে তুচ্ছ কোন জন,
হেয় উপাদেয় কিছু কিংবা আশা আকিঞ্চন;
নিত্য তৃপ্ত পূর্ণ আমি বিরাজিত সর্ব্বময়,
সর্ব্বের বিলয়ে আমি গুণাতীত চিন্ময়।

(৪)

ধৈর্য্য ঐশ্বর্য্য আমার সৌন্দর্য্য শমাদি গুণ,
বৈরাগ্য বিমল বেশ—রঞ্জিত বিবেকারুণ ;
সন্তোষ সুরম্য ধাম, তত্ত্বাভ্যাস বাসঘর,
আত্ম-প্রীতি প্রিয় সখী, বিশ্ব-প্রেম সহচর।

(৫)

দেহ-ধর্ম্ম জন্ম ব্যাধি জরা মৃত্যু সমুদয়,
প্রাণ-ধর্ম্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা কভু মম ধর্ম্ম নয় ;
চিত্ত-ধর্ম্ম চিন্তা ভয় শোক মোহ ইচ্ছা দ্বেষ,
আত্ম-ধর্ম্মে স্থিত আমি শুদ্ধ শান্ত নির্ব্বিশেষ।

(৬)

মায়াময় এই বিশ্ব—জড় জীব সমুদয়,
হইছে উৎপন্ন ধ্বংস, স্থিতিশীল কিছু নয় ;
অনাদি এ বিবর্ত্তের যাহা মূল অধিষ্ঠান,
তাহাই স্বরূপ মম, মিথ্যা দ্বৈত ভেদ ভান।

(৭)

বাহিরে বা অভ্যন্তরে হেরি যাহা অনিবার,
সকলের দ্রষ্টা আমি, মম দ্রষ্টা নাহি আর ;
দৃশ্য, দৃষ্টি সহ যবে দ্রষ্টৃত্ব বিলুপ্ত হয়,
স্বপ্রকাশ সাক্ষীরূপে স্থিত আমি সে সময়।

(৮)

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি বা জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতাত্রয়,
মায়ার কল্পনা মাত্র পরমার্থে সত্য নয় ;
সেই মায়া ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম হতে নহে ভিন্ন,
ব্রহ্মত্বে সংস্থিত আমি অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন।

(৯)

আমাতে বিশ্বের স্থিতি আমি স্থিত বিশ্বময়,
কি আছে অভাব মম, কোথা দ্বন্দ্ব দুঃখ ভয় ?
বিশ্বের বিলয়ে যবে হয় মন সমাহিত,
অসঙ্গ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে আমি স্থিত।

(১০)

অভ্যাস বিচার বলে চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হয়,
অহংকার ভাবাভাব দ্বৈত বোধ নাহি রয় ;
তূরীয়, নির্ব্বাণ কিংবা নির্ব্বিকল্প নামান্বিত,
অব্যক্ত—অজ্ঞেয়রূপে তথা আমি স্বতঃ স্থিত।

(১১)

দ্বৈত যোগে করে ক্রিয়া দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি মন,
প্রারব্ধরূপে প্রকৃতি করে তাহা নিয়ন্ত্রণ ;
সে হেতু সংঘটে কর্ম্ম শুভাশুভ—ফলাফল,
উদাসীন দ্রষ্টা আমি অজ নিত্য অবিচল।

(১২)

নাহি অতীতের চিন্তা, ভাবনা ভবিষ্যতরে,
যথা প্রাপ্ত তথা তৃপ্ত প্রারব্ধে নির্ভর করে ;
হেরি নিয়তির কার্য্য ব্যক্ত সর্ব্ব ঘটনায়,
নাহি কর্ত্তৃত্বাভিমান স্থিত স্বীয় মহিমায়।

(১৩)

নাহি মম শৌচাশৌচ নাহি আহার্য্য বিচার,
নাহি বিধি প্রতিষেধ শাস্ত্র কিংবা লোকাচার ;
কি হবে দেহের শুদ্ধি ?—সদা পূর্ণ মূত্র মল,
স্বভাবতঃ শুদ্ধ আমি সর্ব্বাতীত সুনির্ম্মল।

(১৪)

'সোহমস্মি' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শাস্ত্র বচন,
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম করে সত্য প্রদর্শন ;
জগৎ দুর্ল্লভ এই অদ্বৈত তত্ত্ব-বিজ্ঞান,
যাহার কণিকা মাত্র করে শান্তি মুক্তি দান।

———

পরিশিষ্ট—তত্ত্ব-গীতি

সোহং সত্যমেকং ব্রহ্ম

আত্ম-জিজ্ঞাসা

(আলাইয়া—ঝাঁপতাল)

আমাকে জানি না আমি জানিতে চাই ত্রিসংসার,
কিবা সৃষ্টি কেবা স্রষ্টা ভেবে না পাই অন্ত তার।
কে দেখেছে সৃষ্টিকার্য্য কার কথা করিব ধার্য্য,
কোথা সে গুরু আচার্য্য সত্য অনুভূতি যাঁর।
আত্মসংস্থ হলে চিত্ত বিশ্বসত্তা তিরোহিত,
সাক্ষী আমি সদা স্থিত অদ্বিতীয় একাকার।
অজ্ঞানে হেরি জগৎ ধর্ম্মকর্ম্মে হই রত,
জ্ঞানোদয়ে 'আমি সত্য' শুদ্ধ মুক্ত নির্ব্বিকার।

ভ্রান্ত ধারণা

(বসন্ত বাহার—একতালা)

অন্তর দেবতা সে যে অন্তরেতে বর্ত্তমান,
অনুমানে আকাশ পানে খুঁজিস্ কোথা ভগবান।
করলি কত স্তুতি নতি সেবা পূজা ভোগ আরতি,
গেলনা মনের দুর্ম্মতি দুঃখানলে জ্বলে প্রাণ।
বিশ্বাসে ভক্তি ভজনে কি লভিলে এ জীবনে,
সত্য বল সরল মনে কাজে কর সপ্রমাণ।
স্বপ্নকে ভাবিয়া সত্য মিথ্যা মোহে র'লে মত্ত,
সেজে গুরু সিদ্ধমুক্ত শিষ্য ভক্ত করলে ত্রাণ।

স্বরূপ তত্ত্ব

(ভৈরব—একতালা)

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তোমার।
নহ তুমি দেহ মন বুদ্ধি অহংকার॥
দ্রষ্টারূপে তুমি স্থিত, ত্রিগুণ বিষয়াতীত,
দৃশ্য দ্বৈত মায়া কৃত, তুমি সত্য সারাৎসার॥
অভিন্ন জীব পরম, বিঘোষিছে বেদাগম,
সাগরে তরঙ্গ সম তোমাতে বিশ্বসংসার॥

অন্ধ বিশ্বাস

(ভৈরবী—দাদরা)

দেখে দুঃখ জ্বালা যদি ত্যজিলে সংসার মেলা,
কল্পিত মূরতি সহ আর কেনরে পাতিস্ খেলা।
দেবদেবী পুতুল গড়ি ফুল চন্দনে পূজা করি,
রহিলে নকলে ধরি আসল দেবে করি হেলা।
অলৌকিক ফলের আশে ডুবিলে অন্ধ বিশ্বাসে,
গেল যে প্রাণ হায় হুতাশে বিনে আত্মজ্ঞানের ভেলা।

ধর্ম্মের গ্লানি

(সোহিনী—কাওয়ালী)

ধর্ম্মের নামে ধরাধামে হয় রে কত অনাচার,
ইতিহাসে লোকাবাসে প্রকাশে স্বরূপ তার।
হিংসা যুদ্ধ নৃশংসতা ব্যভিচার নরহত্যা,
স্বার্থ-বুদ্ধি কপটতা ভণ্ড-নীতি ব্যবহার।
জ্ঞানীগুরু জ্ঞানদাতা জ্ঞানযোগে শিষ্যত্রাতা,
কাণ ফুঁকে মন্ত্র বিক্রেতা ধর্ম্মপণ্যে ব্যবসাদার।
বাক্য মাত্র যজমানের হিত স্বার্থ মান সাধে পুরোহিত,
দান পেলে প্রাণ হয় পুলকিত না পেলে মন মুখ বেজার।

———

মত বিরোধ

(ছায়া খাম্বাজ—ঠুংরী)

মতবাদের নাহি অন্ত বিরুদ্ধ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত,
ভেবে ভেবে মন বিভ্রান্ত হয় না সত্য সমাধান।
কেহ বলে এক—অভিন্ন, কেহ দুই ভিন্ন ভিন্ন,
কারো মতে সর্ব্বশূন্য ভ্রান্তি মাত্র বস্তুজ্ঞান।
শুদ্ধ স্বচ্ছ সত্যের জ্যোতি সহজ সরল অনুভূতি,
কুটিল পাণ্ডিত্য বুদ্ধি কুতর্কে তায় করে ম্লান।
সন্দেহময় সকল তত্ত্ব 'আমি আছি' ধ্রুব সত্য,
যে জানে আমির মহত্ত্ব হয় সে মুক্ত পূর্ণকাম।

———

ভোগ ও যোগ

(পিলু—যদ্)

ভোগের আশা অন্তরে যার যোগে তার বৃথা যতন,
ভোগ আর যোগ একাধারে হয়না রে কভু সাধন।
ভোগের পথ প্রবৃত্তিময় যোগে বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়,
দুই বাসনা যার মনে রয় পণ্ড হয় তার চেষ্টা শ্রম।
জলে তৈল হলে স্থিত মিশ্রণে দুই হয় বিকৃত,
তেম্‌নি মিশ্র-যোগী যত মিথ্যাচারে হয় মগন।
হবে যদি যোগে রত ত্যজ ভোগ—ভোগ্য যত,
কর চিত্ত আত্মগত স্থির দেহেন্দ্রিয়গণ।

সুখ-দুঃখ

(রামপ্রসাদী সুর—একতালা)

আর কেনরে সুখের আশা।
সুখাবেশে দেশ বিদেশে বাঁধলি কত দুঃখের বাসা॥
দুঃখসুখ দুই সহোদর পাছে পাছে রয় পরস্পর,
(ওদের) একাধারে জন্ম বটে কর্ম্ম ভিন্ন কাঁদা হাসা॥
দুঃখ যদি করবেরে দূর কাট সুখের বাসনা ডোর,
(ও তুই) পাবে পরম শান্তি তবে ঘুচিবে প্রাণের পিয়াসা॥

সত্য-পন্থা

(মিশ্র ললিত—একতালা)

ত্যজ মোহ কাম ভাব পরিণাম
কে তুমি কি হবে গতি,
কেন আত্মহারা বহে শোকধারা
অধীর চঞ্চল মতি।

স্মররে স্বরূপ দৃশ্য নাম রূপ
অনিত্য অসার অতি,
পরিহরি স্বার্থ সাধ পরমার্থ
সমাদর আত্মরতি।

দুঃখাতীত মোক্ষ যদি তব লক্ষ্য
শম ব্রতে হও ব্রতী,
ভুলে দ্বেষ দ্বন্দ্ব প্রকাশ আনন্দ
অখিল ভুবন প্রতি।

বিভু আত্মদেবে অন্তরে না সেবে
অনাত্মে কেনরে নতি,
চিত্তবৃত্তি রোধি আত্মবোধে বোধী
হও যোগযুক্ত যতি।

শান্তিঃ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীগুরু-লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। মহেশ-লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা।

৩। পরিতৃপ্তি
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
১৭, বণ্ডেল রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

৪। ডাঃ শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, এল-এম-এস্
৭-এ, রামানন্দ চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকারের ঠিকানা ঃ

C/O. শ্রীশশিকুমার ভৌমিক, (উকিল)
৩৮।২, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা।